দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

SEP. 09 2002

এটাই কি আমার পুরস্কার!

'দুর্নীতির অভিযোগ, চরিত্রহননে ক্লাসে লিফলেট'। ভিকারুননিসার সাবেক অধ্যক্ষা হামিদা আলী

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের জনপ্রিয় সাবেক অধ্যক্ষ হামিদা আলীর চরিত্র হননের উদ্দেশে কি অতঃপর নতুন একটি ক্যাম্পেন শুরু হয়েছে? সেখানে ছাত্রীদের ক্লাসে ক্লাসে বিতরণ করা হয়েছে বিশেষ একটি লিফলেট। এ্যাসেম্বলিতে দাঁড়িয়ে অভিভাবক প্রতিনিধি খন্দকার মোশতাক আহমদ ছাত্রীদের উদ্দেশে দেয়া বক্তৃতায় হামিদা আলীর বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন। আজ সোমবার আবার স্কুল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে একই উদ্দেশ্যে একটি সংবাদ সম্মেলন হবার কথা রয়েছে। কিন্তু ক্লাসে এবং এ্যাসেম্বলির মাধ্যমে এ ধরনের বিষোদগারকে ভিকারুননিসার সুদীর্ঘ ইতিহাসে অভাবিত, অস্বাভাবিক ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে রবিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এর সাবেক অধ্যক্ষা হামিদা আলী আর্তনাদ করে বলেছেন, আমার জন্য ভিকারুননিসার

(২-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন)

এটাই কি আমার

(প্রথম পাতার পর)

ছাত্রী-শিক্ষক-অভিভাবকরা কেঁদেছে, সে জন্যই কি উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পিত এসব অপপ্রচারের ব্যবস্থা কর হয়েছে? এটাই কি ছিল আমার পুরস্কার!

হামিদা আলী বলেন, কিন্তু আমি তো সবকিছু ছেড়ে এসেছি। তারপরও এসব জঘন্য প্রচারণার পরিণতিই ব কোথায় গিয়ে ঠেকবে? সেখানকার সকল কোমলমতি ছাত্রী-সহকর্মী শিক্ষকদের সঙ্গে আমার বিশেষ একটি ভালবাসার সম্পর্ক ছিল, আছে। কিন্তু এখন শিক্ষকদের তো বটে, ছাত্রীদের আমার বাসার দিকে তাকাতেও দেয়া হয় না। স্কুলের কোন পিয়ন-আয়ারও আমার বাসায় আসা নিষিদ্ধ। মেয়েরা টেলিফোনে বা শুক্রবার গোপনে বাসায় এসে এসব বলতে গিয়ে কাঁদে। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এর সব কিছুই সফল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিকারুননিসার স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ ভাবমূর্তির জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ ব্যাপারে তিনি শিক্ষানুরাগী সকল মহলের সচেতন ভূমিকা কামনা করেছেন।

উল্লেখ্য 'ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন!' শিরোনামে বিশেষ লিফলেট গত কয়েকদিন আগে সেখানকার ক্লাসে ছাত্রীদের হাতে হাতে দেয়া হয়। শিক্ষকরা সেটি ছাত্রীদের মধ্যে বিলি করেন। এতে ভিকারুননিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ১০০ কোটি টাকার জমি ও নগদ ৬ কোটি টাকা অবৈধ হস্তান্তরসহ নানা অভিযোগ করে বলা হয়েছে হামিদা আলী মূলত একজন 'দুর্নীতিবাজ মহিলা', তিনি ভিকারুননিসা স্কুল ও কলেজের 'সমূহ সর্বনাশ' করেছেন ইত্যাদি। সংবাদ সম্মেলনে হামিদা আলী এসব অভিযোগ খণ্ডন করে বলেন, ভিকারুননিসা স্কুলের মেয়েদের নিরাপদে ভাল পড়াশোনার স্বার্থে সেখানে-কলেজের পাশে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া